ছাত্র আন্দোলন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হুমকির মুখে?

সৈয়দ রেজা কাদের

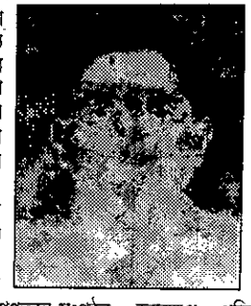

জোট সরকার একের পর এক গণবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে প্রায় বিনা বাধায়। ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করার চেষ্টা করছে এবং ইতিমধ্যে বুয়েটের পরিষদকে দিয়ে তাদের ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতি করার অধিকার হরণ করান হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টের বাংলাদেশ চ্যাপটারে পুলিশ বিভাগকে দুর্নীতির শীর্ষে বসিয়েছে। দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে পুলিশের দুর্নীতির বিষয় জানাজানি হয়েছে। জোট সরকার কি তবে ট্রান্সপারেন্সি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করবেন। তাছাড়া দেশজুড়ে সাংবাদিকদের চরম হয়রানি করা হচ্ছে। সে সব রিপোর্ট বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

বলছিলাম ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের কথা। আসলে যারা উদ্যোগ নিয়েছেন বন্ধ করার তারা ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বলতে কি বুঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কি এটা জানা দরকার।

কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রাজনীতি ও সন্ত্রাস এক বিষয় নয়। রাজনীতি করার অধিকার ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-জনতার স্বীকৃত অধিকার। গণতন্ত্রে সংগঠন করা রাজনীতি করা বন্ধ করা যায় না। একমাত্র সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারী শাসনকালে এ অধিকার জোর করে বাতিল বা স্থগিত করা হয়। তবে কি দেশে অঘোষিত মার্শাল ল' চলছে। কিন্তু সরকারতো নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার বলে দাবী করেন। তবে তাদের কাজের মধ্যে এ বৈপরীত্য কেন? কে জবাব দিবে।

আমাদের ছাত্র সমাজ পাকিস্তানী আমল থেকে শিক্ষা ও জাতীয় ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন করে আসছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলন বাঁকে বাঁকে মোড় পরিবর্তন করেছে অগ্রগতির পথে। ছাত্র সমাজের গৌরবদীপ্ত সংগ্রাম ভাষা সংগ্রাম বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে তাঁরা অনড় থেকেছে। তাই সৃষ্টি হয়েছিল ৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারীর-যা আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে বিশ্বের সকল দেশে। আমাদের ছাত্র আন্দোলনের বন্দনা গীত হচ্ছে। ছাত্র সমাজের সেই অগ্রণী ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারে?

একটি কথা প্রসঙ্গত বলা যায়। তা হলো ছাত্র সংগঠনকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জুড়ে দেয়া (অংগ সংগঠন)। মনে আছে, রাজনৈতিক দল পুনরায় সচল করার সময় ছাত্র সংগঠনকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয় (পলিটিক্যাল পারটিজ এ্যাক্ট বলে)। এতে ছাত্র সংগঠনের বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য দারুণভাবে ব্যাহত হয়। তবুও ছাত্র সমাজের চেতনা দাবিয়ে রাখা যায়নি। তার প্রমাণ স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্রঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

বলতে চাই, ছাত্র আন্দোলন-রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, পত্রিকাবিশেষ ও সাংবাদিকদের নামে মামলা করা-এ রকম কাজ থেকে বিরত থাকুন। এতে জাতির কোন মঙ্গল হবে না। বরং সর্বক্ষেত্রে সন্ত্রাস বন্ধ করুন-এটাই সময়ের দাবী। তাহলে আর কিছু বন্ধ করতে হবে না। *[লেখক : সাবেক ছাত্রনেতা]*